ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ক্লাব আইট্রিপলই

দক্ষতার স্বপ্নময়তা

নাদিম মজিদ

Class no - 378.
5432A

ক্লাবনামা

রুহানা পারভিন মাহমুদ। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ট্রিপলই বিভাগে স্নাতক শেষ সেমিস্টারে পড়ছেন। এক বছর আগে যোগ দেন ক্যাম্পাসের ক্লাব আইট্রিপলই স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চে। আইট্রিপলই হলো ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারদের পেশাজীবী সংগঠন। এ সংগঠন ছড়িয়ে আছে সারাবিশ্বে। সংগঠনটির একটি শাখা স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ। ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ওমেন ইন ইঞ্জিনিয়ারিং [ডব্লিউআইই] কংগ্রেসের ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন প্রতিযোগিতায় রুহানাদের গ্রুপ যৌথভাবে পেয়েছে প্রথম স্থান। ক্লাবে দেরি করে যোগ দেওয়ায় এখন তার আফসোস হয়। অনেক কিছু মিস করেছেন। তিনি জানান, 'একবছর হলো ক্লাবে যোগ দিয়েছি। ক্লাব থেকে নিয়মিত ওয়ার্কশপ হয়। নতুন একটি ডিভাইসের উপর ওয়ার্কশপ করেছি। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে হওয়া স্টাডি ট্যুরেও অংশ নিয়েছি।... যখন আমরা গ্র্যাজুয়েট হিসেবে বের হবো, তখন আমাদের কারও জীবন-বৃত্তান্তে কাজের অভিজ্ঞতা থাকবে না। ক্লাবের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার কারণে পাওয়া এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজ অন্যদের চেয়ে আমাকে এগিয়ে রাখবে।' শুধু রুহানা নন, তাদের ক্লাবের সুবিধা পাচ্ছেন সব সদস্য। বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় রয়েছে তাদের।

২০০৮ সালের ২৮ জুলাই ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ক্লাব। প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান ছিলেন আশরাফ হোসাইন। বর্তমানে তিনি ওরিয়ন গ্রুপে কাজ করছেন। প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল সর্বশেষ উদ্ভাবিত টেকনোলজি, অ্যাপ্লিকেশন ও ডিভাইসের সঙ্গে ক্লাবের শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, নিত্য নতুন তৈরি হওয়া গবেষণা পেপারের সঙ্গে তাদের সংযোগ ঘটানো এবং কোনো সদস্যের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন গবেষণা পেপার থাকলে তা আন্তর্জাতিক সেমিনারে পাঠ করার সুবিধা করে দেওয়া।

সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সর্বশেষ প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করানো এবং নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রয়েছে নিয়মিত সভা। এ সভা সম্পর্কে ক্লাবের ভাইস চেয়ারম্যান ইরফান আরাফাত জানান, 'প্রতি দুই মাসে একবার আমাদের ক্লাবের নিয়মিত সভা হয়ে থাকে। এখানে ক্লাবের কার্যক্রম নিয়ে সদস্যদের সাথে আলোচনা করা হয়। ভবিষ্যতের কর্মসূচিগুলো নির্ধারিত হয়।'

ট্রিপলই শাখায় উদ্ভাবিত সর্বশেষ অ্যাপ্লিকেশন, ডিভাইস ও প্রযুক্তির সঙ্গে সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দিতে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন রিসোর্স পারসন এসব পরিচালনা করে থাকেন। প্রতি বছর ক্লাবের পক্ষ থেকে সেমিনার আয়োজন করা হয়। গত বছর তিনটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্লাবের বার্ষিক কার্যক্রমের অংশ স্টাডি ট্যুর। ক্লাস ও ল্যাবের স্বল্প পরিসরে অর্জন করা ব্যবহারিক জ্ঞানের বাস্তব রূপ পাওয়ার জন্য বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে স্টাডি ট্যুর হয়। গত বছর ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো ও অ্যাপেলিয়ন টেক্সটাইলে দুটি স্টাডি ট্যুর হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন কংগ্রেস ও কনফারেন্সে অংশ নেয়। গত বছর বুয়েটে আইট্রিপলই কংগ্রেস, ডব্লিউআইই কংগ্রেস ও ভারতের হায়দরাবাদ কংগ্রেসে অংশ নেয় ক্লাবটি। গত বছর বুয়েট কংগ্রেসে ইনস্ট্যান্ট আইডিয়া কনটেস্টে ক্লাবের রবিউল ইসলাম সুমন পুরস্কৃত হন।

ক্লাবটি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত হলেও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরাও সদস্য হতে পারেন। অংশ নিতে পারেন ক্লাবের নিয়মিত কার্যক্রমে। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সদস্যপদ দেওয়া হয়। বার্ষিক সদস্য ফি ২৭ ডলার। ক্লাবের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৮। আইট্রিপলই ও বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে দেওয়া বাজেটে চলে ক্লাবের কার্যক্রম।

ক্লাবের বর্তমান চেয়ারপারসন ফারহানা আকতার জান্নাত কিছুদিন আগে রহিমআফরোজে যোগ দিয়েছেন। চলতি বছরের পরিকল্পনা সম্পর্কে দায়িত্বে থাকা সহ-সভাপতি ইরফান আরাফাত বলেন, 'আমরা প্রতি বছর যে কাজগুলো করে থাকি, তা এ বছরও করব। স্নাতক শেষ বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা যে থিসিস পেপার তৈরি করে, প্রতি বছর তা নিয়ে পেপার কনটেস্ট হয়। এ বছর এ পেপার কনটেস্ট আমরা আয়োজন করার জন্য পরিকল্পনা করছি।'

স্টাডি ট্যুরের এক ফাঁকে ক্লাবটির সদস্যেরা

ছবি : ক্লাবের সৌজন্যে